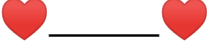


শহীদের গল্প



আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ্ আমাদের সালাফদের মধ্য হতে তিনি একজন বড় মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের ময়দানে তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে রোমানদের বিরুদ্ধে তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন। আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ্ একবার মসজিদে নববীতে বসে আরব বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। তখন তার বন্ধুরা বললো,,,"আবু হুদামা! তুমি তো সারাটা জীবন জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছো। জীবনে অনেক জিহাদ করেছ। আজকে তুমি আমাদের জিহাদের ময়দানের এমন একটি ঘটনা শোনাও,,," যে ঘটনাটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যস্থানিত করেছে।"

আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ্ বললেন, "আচ্ছা! শোনো! আমরা একবার রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফোরাতে নদীর কীরে অবস্থিত 'তূতা' নামক শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমি একটি উট কেনার জন্য এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলাম। আমাদের অবস্থানের কথা শুনে একজন মহিলা আসলো। সে আমার সাথে দেখা করলো এবং বললো,"আমার স্বামী জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমার কয়েকজন ছেলেও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে। আমার কয়েকজন ভাই ছিল তারাও জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। এখন শুধুমাত্র আমার একটি ছেলে আছে। আর ছোট্ট একটি মেয়ে আছে। আমার ছেলেটির বয়স ১৫ বছর। সে হাফেজে কোরআন এবং হাদিসের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখে। দক্ষ অশ্বারোহী এবং দেখতেও সুন্দর। আমার খুব ইচ্ছে ছেলেটিকে জিহাদে পাঠাবো। কিন্তু সে একটি কাজের শহরের বাইরে গেছে। এখনো ফিরে আসেনি। অপেক্ষায় আছি সে আসলে আপনার সাথে জিহাদে পাঠিয়ে দিতাম। আর এখন আপনাকে দেয়ার মত আমার ঘরে কিছুই নেই। আফসোস এমন এক মহান একটি জিহাদ হচ্ছে! আর আমি এটি থেকে নিজেকে বঞ্চিত থাকবো!/? এমন তো কিছুতেই হতে পারে না।"

তখন তিনি ধুলোয় মাখা মাথার কয়েকটি চুল নিয়ে বললেন,,,"এই চুলগুলোকে ঘোড়ার লাগাম হিসেবে ব্যবহার করবেন। যেন এই বরকতময় জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে যেন আমি কিছুতেই বঞ্চিত না হই।"

আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ্ বলেন,,,"আমি চুলগুলো নিলাম এবং তার ছেলেকে দেখার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমরা গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। অনেক পথ অতিক্রম করার পর দেখতে পেলাম পেছন দিক থেকে একজন অশ্বারোহী ধুলো উড়িয়ে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে আসছে।

কাছে আসার পর সে অশ্বারোহী যুবক আমাকে "চাচা!" বলে ডাক দিল। এবং পরিচয় দিয়ে বললো,"আমি ওই মহিলার সন্তান। যিনি আপনাকে জিহাদের জন্য চুল দান করেছেন। আমি আপনার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চলে এসেছি।"

আবু হুদামা রহমাতুল্লাহ্ বলেন,,,"আমি লক্ষ করলাম যে ছেলেটি একেবারেই ছোট। ১৪/১৫ বছর বয়স হবে মাত্র। আর জিহাদ তো তার উপর আবশ্যিক ও নয়। তাই আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, বাবা! তুমি বাড়িতে ফিরে যাও। তোমার মায়ের তো কেউ নেই। তুমি বাড়িতে গিয়ে তোমার মায়ের পাশে থাকো। মায়ের খেদমত করো। মায়ের দেখাশোনা করো। তুমি আপাতত ফিরে যাও। পরে বড় হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করো।"

ছেলেটি বললো,,,"চাচা! আমার মা আমাকে শেষ বিদায় দিয়েছেন। তিনিই আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যেতে বলেছেন। আর আমি ভালো ঘোরসওয়ার। দক্ষ তীরন্দাজ। আপনি আমাকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পাবেন। কখনো যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী পাবেন না। আপনি আমাকে সাথে নিয়ে নিন।"

অনেক কাকুতি মিনতি করার পর আমি তাকে সাথে নিয়ে নিলাম। আমরা কিছু পথ অতিক্রম করার পর এক জায়গায় তাবু গাড়লাম এবং যাত্রা বিরতি নিলাম। সেদিন মুজাহিদ্দীনরা সবাই রোজা রেখেছিলেন। তাই সফর করে সবাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। বিকাল বেলা খাবার রান্না করতে হবে।

ছেলেটি বললো,,,"চাচা!আপনারা সবাই রোজা রেখেছেন। আপনারা তো ক্লান্ত তাই দেন রান্না-বান্নার কাজটা আমিই করি।"

সে জোর করল। তাই রান্না-বান্নার কাজটা তাকেই দেওয়া হল। মুজাহিদ্দীনরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ল। আবু হুদামা রহিমাতুল্লাহ্ বলেন,,,"আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে ঘুমের মধ্যে মিটমিট করে হাসছে। আমি অন্যান্য মুজাহিদ সাথীদেরকেও বিষয়টি দেখালাম। ঘুম ভাঙার পর আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,,,"তুমি হাসছিলে কেন?"

সে বলতে চাইলো না। অনেক জোড়াজুড়ি করার পর সে বললো,,,"আমি দেখলাম স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা নির্মিত বিশাল একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি দেখতে খুবই মনোরম ছিল। চাঁদের ন্যায় সুন্দর অনেকগুলো মেয়ে সেই প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আমাকে অভিবাদন জানাতে লাগলো। আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে আমাকে বললো,,,"হে মারজিয়ার স্বামী! মারজিয়া উপরে আছে।"

আমি প্রাসাদের উপরে চলে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি খুব সুন্দর একটি মেয়ে বসে আছে। যার উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকেও হার মানায়। আমি তাকে স্পর্শ করার জন্য তাড়াহুড়া করছিলাম।সে আমাকে বললো,,,"ধৈর্য ধরো। এখনো সময় হয়নি। আগামীকাল দুপুরেই তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

আবু হুদামা রহিমাতুল্লাহ্ বলেন,,,"পরের দিন রোমানদের বিরুদ্ধে আমরা তুমুল যুদ্ধ শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমরা বিজয় লাভ করলাম। রোমানরা পরাজিত হলো। যুদ্ধ শেষ

হলো। দেখা গেল আমাদের অনেক সাথী আহত হয়ে ময়দানে পড়ে আছে। সাথীরা তাদেরকে তুলছে। আমিও মনে মনে আহত সাথীদের মাঝে ওই ছেলেটিকে তালাশ করছিলাম। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, সে কোথায় আছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেই ছেলেটি রক্তমাখা অবস্থায় পড়ে আছে। আমি দৌড়িয়ে ওর কাছে গেলাম। ও আমাকে লক্ষ্য করে বললো,,,"চাচা! আমি তো শহীদ হয়ে যাচ্ছি। আমার এই রক্তমাখা জামাটা আমার মাকে দিয়ে দিবেন। আর বলবেন, আপনার ছেলে তার ওয়াদা পূর্ণ করেছে। সে লড়াই করতে করতে বিজয় এনেছে। সে পিছু হটেনি। এতে করে আমার মা সান্ত্বনা পাবে। আর বাড়িতে আমার ছোট একটা বোন আছে। বাড়িতে তো কেউ ছিল না, তাই ও আমার কাছেই থাকতো। আমি তাকে খুব আদর করতাম। ও আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দিত না। সব সময় "ভাইয়া! ভাইয়া!" বলে ডাকতো। আপনি যখন বাড়িতে যাবেন, তখন আমার ছোট বোনটাকে একটু সান্ত্বনা দিবেন। আর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবেন, আমি শহীদ হয়েছি। আপনি সৌভাগ্যবান শহীদের মা। আর চাচা! আমি স্বপ্নে যে মারজিয়ার কথা বলেছিলাম, সেই মারজিয়া আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

এই বলে ছেলেটি শহীদ হয়ে গেল। আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ্ বলেন,,,"পরবর্তীতে আমরা যখন ফিরে আসছিলাম তখন সেই ছেলেটির বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি দরজায় ওর ছোট বোনটি দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, তোমার মাকে ডাকো। ছেলেটির মা আসলো এবং আমাকে বললো, "আপনি কি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন? না সুসংবাদ দিতে এসেছেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সান্ত্বনা কোনটা? আর সুসংবাদ কোনটা?" সে বললো, "আমার ছেলে যদি সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে আমাকে সান্ত্বনা দিন। আমার ছেলে যদি শহীদ হয়ে থাকে, তাহলে এটা হবে আমার জন্য সুসংবাদ।"

আবু হুদামা রহিমাহুল্লাহ্ বললেন,,,"আলহামদুলিল্লাহ্! আপনার ছেলে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে। সে পিছু হটেনি।" তখন সেই মহিলা বললেন,,,"সমস্ত প্রশংসা ওই সত্তার! যিনি আমার এই ছেলেকে পরকালে নাজাতের উসিলা বানালেন।